Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 78-85
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.011

ভারতের প্রধান আন্তঃরাজ্য নদীকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব: এক তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

সন্দীপন গাঙ্গুলী, *সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, মানকর কলেজ, মানকর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.06.2025; Accepted: 18.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Water is a valuable natural resource and plays a vital role in the socio-economic development of any country or region. Although India has vast surface water resources, the same are very unevenly distributed over space and time. Over the years, increasing population, growing industrialization, expanding agriculture and rising standards of living have pushed up the demand for water. Most rivers of India are plagued with inter-state disputes which have emerged as one of the most belligerent issues in the Indian Federalism today due to disagreements over the use, distribution and control of inter-state river basin waters. This paper attempts to review and evaluate the major inter-state river conflicts or disputes in India. The paper also tries to analyze the major causes of inter-state river conflicts and suggest some strong measures to resolve the conflicts quickly and amicably. The importance of different constitutional remedies as a part of inter-state river disputes resolve process has also been discussed in the paper. The study also suggests that inter-state river water conflicts have to be settled by dialogues and discussions on the basis of equitable apportionment which is a globally accepted principle.

Keywords: Water resource, Inter-state, River dispute, Federalism, Stability, Tribunal, Amendment

জল হল একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ এবং যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি অন্যতম উপাদান। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১% জল দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সেই কারণেই পৃথিবীকে 'জল গ্রহ' আখ্যা দেয়া হয়েছে। সমগ্র সৌরমন্ডলের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই জল পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে জল এমনভাবে বন্টিত হয়ে রয়েছে যে এর একটা ছোটো অংশ মানবীয় ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। আবার এই ব্যবহারের উপযুক্ত জলের একটি বড় অংশ হল ভূপৃষ্ঠীয় জল। ভারতে সুবিশাল ভূপৃষ্ঠীয় জল-সম্পদ ভান্ডার থাকলেও তা স্থান ও কালভেদে অসমভাবে বন্টিত। সময়ের সাথে সাথে ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যা, শিল্পায়ন ও কৃষিকাজ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন জলসম্পদের চাহিদা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। ভারতে ভূপৃষ্ঠীয় জলের অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচিত বেশিরভাগ নদ-নদীর জলধারাকে কেন্দ্র করে আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব বা বিবাদ গড়ে উঠেছে, যা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এক বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

উদ্দেশ্য:

১. ভারতের বিভিন্ন জলসম্পদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা।
২. জলসম্পদজনিত আন্তঃরাজ্য বিবাদ ও দ্বন্দ্বের কারণগুলি বিশ্লেষণ করা।
৩. ভারতের প্রধান আন্তঃরাজ্য নদীকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বগুলির মূল্যায়ন করা।
৪. আন্তঃরাজ্য নদীকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব দূর করার উপায়গুলি আলোচনা করা।
৫. আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া হিসেবে সাংবিধানিক বিধানগুলির গুরুত্ব নির্ধারণ করা।

পদ্ধতি:

প্রবন্ধটি সম্পূর্ণভাবে গুণগত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। গৌণ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অধ্যয়নটি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বইপত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যনথি অধ্যয়নের মাধ্যমে ব্যাপক সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচনামূলক গবেষণা পরিচালনায় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

ভারতের জলসম্পদ:

ভারতে স্বাদু জলের অন্যতম উৎস হলো বৃষ্টিপাত। শুধুমাত্র অধঃক্ষেপণ থেকে (তুষারপাতসহ) ভারত 4000Km3 (Billion Cubic Meter-BCM) জল পেয়ে থাকে। এর মধ্যে মৌসুমী বৃষ্টিপাত (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) থেকেই প্রাপ্ত জলের পরিমাণ প্রায় 3000Km^3। এই প্রাপ্ত জলের একটা বড় অংশ বাষ্পীভবন এবং উদ্ভিদ দ্বারা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যায়। প্রাপ্ত জলের আর একটি বড় অংশ ভূপৃষ্ঠের নিচে অনুপ্রবেশ করে এবং ভূগর্ভস্থ জলরূপে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সংস্থা ভারতের জলসম্পদ সম্পর্কে বিভিন্ন হিসেব পেশ করেছেন। K. L. Rao (1975) এর মত অনুসারে ভারতীয় নদ-নদীগুলির মোট জলের পরিমাণ হল 1644.5 BCM । ভারতের জলসম্পদ মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী দেশের মোট জলসম্পদের পরিমাণ হল 1869 BCM । বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক বাধা এবং স্থান ও কাল নির্বিশেষে জলসম্পদের অসম বন্টনের ফলে ভারতের ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ হল 1122 BCM, যার মধ্যে 690 BCM হল বৃষ্টি ও জল এবং বাকি 432 BCM হল ভূগর্ভস্থ জল।

ভূপৃষ্ঠীয় জল:

ভূপৃষ্ঠের জল নদী, হ্রদ, পুকুর, খাল ইত্যাদি আকারে পাওয়া যায়, যদিও ভূপৃষ্ঠীয় জলের অন্যতম প্রধান উৎস হল নদ-নদী। ভারত অসংখ্য বৃহৎ, মাঝারি এবং ছোট আকারের নদী দ্বারা সমৃদ্ধ। এর মধ্যে 13 টি প্রধান নদী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ, যার মোট জলাধার এলাকা 252.8 মিলিয়ন হেক্টর। এটি সমগ্র নদী অববাহিকার মোট এলাকার প্রায় 83 শতাংশ। প্রধান নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীপ্রণালী বৃহত্তম, যার জলাধারের পরিমাণ প্রায় 110 মিলিয়ন হেক্টর, যা দেশের সমস্ত প্রধান নদীর জলাধারের এলাকার 43 শতাংশেরও বেশি। 10 মিলিয়ন হেক্টরের অধিক জলাধারযুক্ত অন্যান্য প্রধান নদীগুলি হল - সিন্ধু, গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং মহানদী। মাঝারি আকারের নদীগুলির মোট জলাধার এলাকা হল প্রায় 25 মিলিয়ন হেক্টর। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, ব্যবহারযোগ্য ভূপৃষ্ঠীয় জলসম্পদের প্রায় 40% গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীপ্রণালীতে অবস্থিত।

ভূগর্ভস্থ জল:

বৃষ্টির জলের একটি অংশ শিলা এবং মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে এবং ভূগর্ভস্থ জলরূপে অবস্থান করে। দেশের ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ মূল্যায়নের বহু প্রচেষ্টা করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি কমিশনের মতে মৃত্তিকা মিশ্রণ ব্যতীত দেশের মোট ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ প্রায় 67 মিলিয়ন হেক্টর। ব্যবহারযোগ্য ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের পরিমাণ হল প্রায় 35 মিলিয়ন হেক্টর, যার মধ্যে প্রায় 26 মিলিয়ন হেক্টর জলসেচের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। রাজ্য সরকারগুলির এবং কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জলবোর্ডের হিসেব অনুযায়ী স্থূল (Gross) ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরনের (recharge) পরিমাণ হল 46.79 মিলিয়ন হেক্টর এবং সূক্ষ্ম (Net) ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরনের পরিমাণ হল 32.49 মিলিয়ন হেক্টর (স্থূল পুনর্ভরনের 70%)।

জলসম্পদজনিত আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব বা বিবাদ:

জলসম্পদজনিত আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব বা বিবাদ দেখা যায় যখন দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির জলের ব্যবহার, বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ গড়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয় যখন জলসংকট একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। একটি সুস্পষ্ট আইনি কাঠামোর অভাব এবং আন্তঃরাজ্য জলবিবাদ আইন (Interstate Water Disputes Act, 1956) -এর সীমাবদ্ধতা এক্ষেত্রে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে।

ভারতে প্রবাহিত নদীগুলির 85 শতাংশই হলো আন্তঃরাজ্য প্রকৃতির এবং এই নদীগুলির জলের বন্টন এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বহুসংখ্যক আন্তঃরাজ্য বিবাদ বা দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর স্থলভাগের মধ্যে ভারতে রয়েছে মাত্র

2.4%, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 18% কিন্তু পৃথিবীর মোট পুনর্নবীকরণযোগ্য জনসম্পদের মধ্যে মাত্র 4% । যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এই জলসম্পদের অসম বন্টন জলসম্পদজনিত বিবাদ বা দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। নদীর জলের বন্টনজনিত আন্তঃরাজ্য বিবাদ বা দ্বন্দ্ব ভারতের সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ক্ষুন্ন করে এবং জাতীয় সমস্যাগুলির তুলনায় আঞ্চলিক সমস্যাগুলির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করার ভ্রান্ত মানসিকতা গড়ে তোলে।

জলসম্পদজনিত আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব বা বিবাদের কারণ:

১. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতালাভের পর রাজনৈতিক সীমারেখাগুলির পুনঃনির্ধারণের ফলে এই বিবাদগুলি তীব্র আকার ধারণ করেছে।

২. ছোট নদীগুলির ওপর বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগসুবিধা এবং খরচ সংক্রান্ত বিবাদগুলি পারস্পারিক আলোচনা এবং আপোষের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু বড় নদীগুলির ক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য বিবাদ বেশি আকারে দেখা দিয়েছে।

৩. অসফল ট্রান্স-বাউন্ডারি জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সম্ভাব্য বিবাদের বিভিন্ন আঙ্গিকগুলি গণ্য করবে। জলবিভাজিকাগুলির মধ্যে বিভিন্ন জটিলতা জলব্যবস্থাপনাকে একটি কঠিন ও জটিল কার্যে পরিণত করে।

৪. ভুল বোঝাবুঝি, অবিশ্বাস এবং তথ্যের অভাব জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে কারণ একটি জলবিভাজিকা অনেক প্রশাসনিক ও বোধগত সীমারেখাকে অতিক্রম করে।

৫. অনেক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ আন্তঃ-সীমারেখাজনিত জলবিবাদের জন্ম দেয়, যেমন নদীর উচ্চগতিতে কোনো গৃহীত প্রকল্প নদীটির নিম্নগতিতে অনেক সময় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬. যেহেতু জল অর্থনীতির থেকেও মানুষের জীবন মরণের সাথে বেশি সম্পর্কিত, তাই জলনিরাপত্তা এবং মানুষের জীবনসংক্রান্ত নিরাপত্তার কারণে বেশি জলবিবাদ দেখা যায়।

৭. যদি জলসম্পদজনিত আন্তঃরাজ্য বিবাদ বা দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য বিভিন্ন ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে, কিন্তু এটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া এবং প্রকৃত দ্বন্দ্ব নিরসনের দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া।

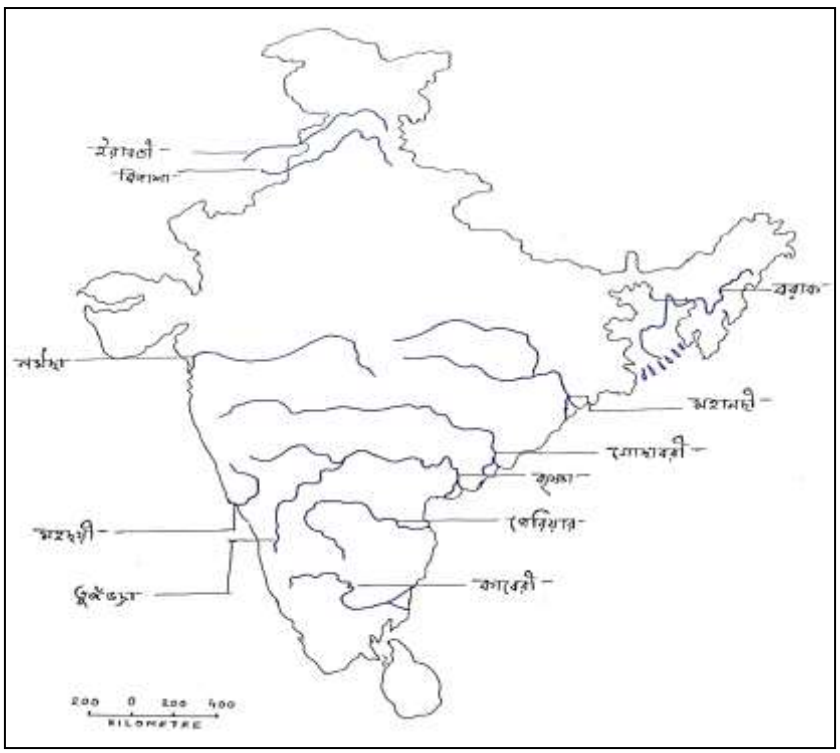

চিত্র- ১: ভারতের আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্বসাধনকারী প্রধান নদ-নদী

সারনী- ১

প্রধান প্রধান নদীসংক্রান্ত আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব

নদী	রাজ্য	নদী	রাজ্য
i) ইরাবতী ও বিপাশা	পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান	**vi)** গোদাবরী	মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা
ii) নর্মদা	মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান	**vii)** মহানদী	ছত্রিশগড়, ওড়িশা
iii) কৃষ্ণা	মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা	**viii)** মহোদয়ী	গোয়া, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক
iv) কাবেরী	কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পুডুচেরি	**ix)** পেরিয়ার	তামিলনাড়ু, কেরালা
v) তুঙ্গভদ্রা	অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক	**x)** বরাক	অসম ও মনিপুর

উৎস: বিভিন্ন সূত্র থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নদীকেন্দ্রিক আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব বা বিবাদ:

১. গোদাবরী নদী: গোদাবরী নদীকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ (যে রাজ্যগুলির ওপর দিয়ে প্রধানত গোদাবরী নদী প্রবাহিত হয়) এবং কর্ণাটক, ওড়িশা (গোদাবরী নদী অববাহিকার একটি অংশ) এই রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। যদিও এই দ্বন্দ্ব সবচেয়ে কম বিতর্কমূলক এবং দ্বন্দ্ব সমাধানের পন্থাও সহজতর। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য 1969 সালে গোদাবরী নদীদ্বন্দ্ব ট্রাইবুনাল (Godavari River Disputes Tribunal) স্থাপিত হয়েছিল। এই ট্রাইবুনাল 1980 সালে গোদাবরী নদীর জলবন্টন নিয়ে যে চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি ইতিমধ্যেই পৌঁছেছিল, সেই চুক্তিটি অনুমোদন করে। এই চুক্তিতে আরও একটি বিষয় সংযোজিত হয়, যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির তাদের ভাগের গোদাবরী নদীর জলের যেকোনো অংশের অন্য যেকোনো অববাহিকাতে স্থানান্তরের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। যদিও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি কিছু যৌথ প্রকল্পে একমত ছিল, তবুও তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ সীমারেখার মধ্যে প্রাপ্ত জলকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প করতে হবে বলে পারস্পরিক সহযোগিতার খুব একটা অবকাশ ছিল না।

২. কৃষ্ণা নদী: কৃষ্ণা নদী অববাহিকায় মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ অবস্থিত। কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ হল কৃষ্ণা নদীর নিম্ন রিপারিয়ান রাজ্য এবং মহারাষ্ট্র হল উচ্চ রিপারিয়ান রাজ্য। উপলব্ধ জলের ব্যবহার এবং উদ্বৃত্ত জলের ব্যবহার সম্পর্কিত সেচ, শক্তি এবং গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য বেশ কয়েকটি একক এবং বহুমুখী বাঁধ থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি যে প্রকল্পটি নির্মাণ করেছিল আলোচনার মাধ্যমে তার মধ্যস্থতা করা হয়। কৃষ্ণা ট্রাইবুনাল (Krishna Tribunal) অ্যাংলো-আমেরিকান দ্বারা বিকশিত- 'ন্যায়সঙ্গত ভাগ' এর আইনি নীতি প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে জলবরাদ্দ করেছিল (D'Souza, 2004)। ন্যায়সঙ্গত ভাগকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে একটি অঞ্চলের মধ্যে প্রতিটি অববাহিকা সেই অববাহিকার জলের উপকারী ব্যবহারে যুক্তিসংগত এবং ন্যায়সঙ্গত ভাগের অধিকারী হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, কৃষ্ণা নদীসম্পর্কিত আন্তঃরাজ্য বিবাদ বা দ্বন্দ্ব নিস্পত্তি করার ক্ষমতা আইনি ট্রাইবুনালগুলির অসাধারণ ছিল, তবে বসতিগুলি প্রায়শই বিদ্যমান নিদর্শনগুলির অনুমোদন অন্তর্ভুক্ত করেছে জড়িত রাজ্যগুলির দ্বারা ব্যবহারের সাথে, কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত জলের সাথে পুনরায় তালিকাভুক্ত করা হয়। ন্যায়সঙ্গত ভাগের প্রয়োগ কৃষ্ণা নদীর জলপ্রবাহকে সুনিশ্চিত করেছে, জলের বর্তমান ব্যবহারগুলিকে অক্ষুন্ন রেখেছে এবং শক্তি উৎপাদন অপেক্ষা কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের যোগানকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৩. নর্মদা নদী: এটি ভারতের নদীকেন্দ্রিক আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণগুলির মধ্যে একটি বহুল প্রচারিত এবং সংবেদনশীল দ্বন্দ্ব। নর্মদা নদীকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে। প্রকল্পটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক, কারণ এর জলাধারের কারণে বিপুল জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি হয়েছে। এই স্থানচ্যুত জনসংখ্যাকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যর্থতা রয়েছে এবং প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসাধনে বিকল্প সম্ভাবনাগুলিকে অবজ্ঞা করা হয়েছে (Independent Review, 1992)। 1969 সালে নর্মদা নদী দ্বন্দ্ব ট্রাইবুনাল

(Narmada Water Disputes Tribunal) গঠিত হয়েছে, কিন্তু এটি সক্রিয়ভাবে তার পর্যবেক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করে 1979 সালে। ট্রাইবুনাল সর্দার সরোবর বাঁধ-এ 75% নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে নর্মদা নদীর ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ নির্ধারণ করে এবং জলসেচের চাহিদা রক্ষা করে ন্যায়সঙ্গত ভাগের নীতির উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে জলের পরিমাণ বরাদ্দ করে। ট্রাইবুনালের বিচার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে:

- জল ও শক্তি সম্পদের বরাদ্দ,
- স্থানচ্যুত জনসংখ্যার পুনর্বাসন (উপযুক্ত/পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ)
- প্রাপ্ত সুবিধাগুলির নিরিখে প্রকল্প ব্যয়ের বন্টন।

বিকল্প সম্ভাবনাগুলিকে (যেমন- নর্মদার বিভিন্ন শাখা নদীতে বাঁধ নির্মাণ, ভূপৃষ্ঠীয় জল ও ভূগর্ভ জলের মিলিত ব্যবহার, কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ইত্যাদি) গণ্য করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাবিদ এবং ট্রাইবুনালের ব্যর্থতা বিকল্প সম্ভাবনার ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

৪. কাবেরী নদী: কাবেরী নদীর জলবন্টনকে কেন্দ্র করে প্রধানত কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলো সর্বাধিক বিতর্কমূলক এবং তিক্ত দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে অন্যতম। উচ্চ রিপারিয়ান রাজ্য কর্ণাটক Harmon Doctrine এর অধীন কাবেরী নদীর জলাধারার উপর তাদের অধিকার দাবি করে এবং তারা এটাও দাবি করে যে আরও বাঁধ নির্মাণের জন্য কতটা জল প্রয়োজন এবং জল সেচের জন্য কতটা জল ব্যয় করা দরকার, এটা নির্ধারণ করার অধিকার তাদের আছে। এই অধিকারের দাবি 'absolute territorial sovereignty' তত্ত্বের অনুরূপ কিন্তু অপরপক্ষে 'law of international water courses' দ্বারা প্রত্যাখ্যাত (Dombrowsky, 2007)। অপরদিকে নিম্ন রিপারিয়ান রাজ্য তামিলনাড়ু এই যুক্তি উত্থাপন করেছে যে, কর্নাটক রাজ্যের এই অধিকারের দাবি কাবেরী জলধারার ব্যবহার, বন্টন এবং নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত ভারতের প্রাক-স্বাধীনতা সময়কাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন চুক্তির বিরোধী। এই দ্বন্দ্বনিরসনের জন্য কাবেরী ট্রাইবুনাল (Cauvery Tribunal) গঠিত হয়। কাবেরী ট্রাইবুনাল ন্যায়সংগত রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যদুটির মধ্যে কাবেরীর জলধারা বন্টনের কথা বলে। ট্রাইবুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে উচ্চ রিপারিয়ান রাজ্যগুলি এমন কোন পদক্ষেপ নেবে না যাতে নিম্ন রিপারিয়ান রাজ্যগুলিতে কাবেরী নদীর জলপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়।

আন্তঃরাজ্য নদীকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব দূর করার উপায়:

Subramanian, Brown এবং wolf (2012) এর মতে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব দূর করা সম্ভব:

১. ক্ষমতা জ্ঞান এবং ভুল ধারণা:

এটি তখনই ঘটে যখন পক্ষগুলি আশঙ্কা করে যে তারা আলোচনার টেবিলে 'অসুবিধা'র সম্মুখীন হবে। এই আশঙ্কা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়:

ক. পক্ষগুলির 'অন্যদের তুলনায় আলোচনার ক্ষমতা কম' বলে ধারণা থাকে।

খ. পক্ষগুলির 'অনুভূতি থাকে যে তাদের ভাগ করা জলধারা সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই'।

২. জবাবদিহিতা এবং মতামত:

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা আশঙ্কা করছেন যে, অন্যান্য অববাহিকা দেশ, তৃতীয় পক্ষ অথবা আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান সুবিধা প্রদান করতে পারবে না। পক্ষগুলি উপলব্ধি করে যে, প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ফলে সুবিধা প্রবাহিত না হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি, এবং তারা উদ্বিগ্ন যে যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের পক্ষের স্বার্থ পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা করা হবে না।

৩. সার্বভৌমত্ব এবং স্বায়ত্তশাসন:

এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় একজন সার্বভৌম কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা অনুভব করা। এটি তার উন্নয়ন, লক্ষ, সম্পদ এবং পরিকাঠামোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার উভয়কেই সূচিত করে।

৪. সমতা এবং প্রাবেশাধিকার:

যেকোনো চুক্তিতে ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে পক্ষগুলি অত্যন্ত সচেতন, তা সে নির্দিষ্ট জলের পরিমাণ এবং গুণমান, সুবিধা প্রবাহ, অথবা প্রকল্পের খরচের সাথে সম্পর্কিত হোক না কেন। পক্ষগুলিও জলধারা ব্যবহারের জন্য তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে চায়, যার অর্থ হতে পারে ঐতিহাসিক ব্যবহার অব্যাহত রাখার অধিকার, তার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর জলধারা লাভ এবং অথবা অববাহিকায় তার আপেক্ষিক অধিকারের অনুপাতে সুবিধা অর্জনের অধিকার।

৫. স্থিতিশীলতা এবং সমর্থন:

চূড়ান্ত ঝুঁকি সকল পক্ষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যাদের বৈচিত্র্যময় এবং শক্তিশালী অংশীদারিত্ব রয়েছে। মূল অংশীদাররা চুক্তিটিকে সমর্থন করে নাকি বিরোধিতা করে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর প্রতি জনগণের ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে পক্ষগুলি একটি চুক্তির বাস্তবায়নযোগ্যতা বিবেচনা করে।

পরিশেষে বলা যায়, সংলাপ এবং আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের সমাধান করতে হবে এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তঃরাজ্য পরিষদে বিরোধ নিয়ে আলোচনা করে সমস্যাটির সমাধান করা যেতে পারে, যা আলোচনার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে উপকারী হতে পারে। রাজ্যগুলির মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের বিরোধগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করতে হবে।

আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধী দ্বন্দ্ব নিস্পত্তির প্রক্রিয়া, সাংবিধানিক বিধান:

রাজ্য তালিকার 17 নং এন্ট্রিতে জলের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন জল সরবরাহ, সেচ খাল, নিষ্কাশন, বাঁধ, জল সঞ্চয় এবং জলবিদ্যুৎ। কেন্দ্র তালিকার 56 নং এন্ট্রি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃরাজ্য নদী এবং নদী উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ক্ষমতা পায়, সেক্ষেত্রে যতদূর সংসদ জনস্বার্থে তা সমীচীন বলে ঘোষণা করে। ভারতীয় সংবিধানের 262 ধারা অনুসারে জলসংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে সংসদ আইন অনুসারে কোনো আন্তঃরাজ্য নদী বা নদী উপত্যকার জলের ব্যবহার, বন্টন বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যেকোনো বিরোধ বা অভিযোগের বিচারের ব্যবস্থা করতে পারে।

জলবিরোধের নিষ্পত্তি আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধ আইন, 1956 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইন অনুসারে, যদি কোনো রাজ্য সরকার জলবিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে নিস্পত্তির জন্য অনুরোধ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই মতামত পোষণ করে যে আলোচনার মাধ্যমে জলবিরোধ দ্বন্দ্ব-নিস্পত্তি করা যাবে না, তাহলে জলবিরোধের বিচারের জন্য একটি জলবিরোধ ট্রাইব্যুনাল (Water Disputes Tribunal) গঠন করা হয়। জলবিরোধ ট্রাইব্যুনাল হল একটি আধা-বিচারিক সংস্থা, যা 1956 সালের আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধ আইন (Interstate River Water Disputes Act, 1956) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত। এটি বিবাদমান পক্ষগুলির মধ্যে জলবিরোধ সমাধানের জন্য গঠিত হয়। 2002 সালে সারকারিয়া কমিশনের (Sarkaria Commission) প্রধান সুপারিশগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনটি সংশোধন করা হয়েছিল। সংশোধনীগুলিতে জলবিরোধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য এক বছরের সময়সীমা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ৩ বছরের সময়সীমা বাধ্যতামূলকভাবে গঠন করা হয়েছিল।

সারনী–২

ভারতের সক্রিয় নদী জলবিরোধজনিত বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল

ট্রাইব্যুনালের নাম	গঠনের বছর	অন্তর্ভুক্ত / জড়িত রাজ্য সমূহ
কৃষ্ণা জলবিরোধ ট্রাইব্যুনাল-II	2004	কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র
বনসাধারা জলবিরোধ ট্রাইব্যুনাল	2010	অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা
মহদয়ী জলবিরোধ ট্রাইব্যুনাল	2010	গোয়া, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র
মহানদী জলবিরোধ ট্রাইব্যুনাল	2018	ওড়িশা এবং ছত্রিশগড়
ইরাবতী বিপাশা জল বিরোধ ট্রাইব্যুনাল	1986	পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান

উৎস: বিভিন্ন সূত্র থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত

আন্তঃরাজ্য জল বিরোধ ট্রাইব্যুনালের সমস্যা:

১. গোদাবরী এবং কাবেরী নদীর জলবিরোধের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে দীর্ঘায়িত বিচার এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব।

২. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কার্যধারা পরিচালনা এবং সম্মতি নিশ্চিত করার নিয়মে সীমিত স্বচ্ছতা।

৩. ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য আরও বহুমুখী প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন, যার মধ্যে কেবল বিচারবিভাগের সদস্যরা থাকবেন।

৪. ট্রাইব্যুনালে রায়ের চূড়ান্ততা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে, যার ফলে দীর্ঘ আইনি লড়াই শুরু হতে পারে।

৫. জলসম্পদ এবং রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক জলধারা বন্টনের বিরোধ বা দ্বন্দ্বের রাজনীতিকরণকে প্রভাবিত করে।

৬. বিভিন্ন সরকার এবং সংস্থার একাধিক অংশীদারের সম্পৃক্ততা বিভিন্ন প্রক্রিয়া পর্যায়ে বিবেচনামূলক ক্ষমতাকে জটিল করে তোলে।

৭. ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য থেকে জলবিরোধ মোকাবেলায় সৃষ্ট জটিলতা ট্রাইব্যুনালের অপর একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধ (সংশোধন) বিল, 2017:

আন্তঃরাজ্য নদী জল দ্বন্দ্ব বা বিরোধ এর বিচারকে আরো সহজ করার জন্য, 1956 সালের বিদ্যমান আন্তঃরাজ্য জলবিরোধ আইন (Interstate River Water Disputes Act, 1956) সংশোধন করে 2017 সালের মার্চ মাসে লোকসভায় আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধ সংশোধন বিল, 2017 (The Inter-State River Water Disputes Amendment Bill, 2017) পেশ করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত বিলে, সর্বোচ্চ এক বছর ও ছয় মাসের মধ্যে আন্তঃরাজ্য জল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক একটি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি (Dispute Resolution Committee) গঠনের বিধান রয়েছে।

আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধ (সংশোধন) বিল, 2019:

আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধ (সংশোধন) বিল, 2019 হলো 2017 সালের আন্তঃ রাজ্য নদী জল বিরোধ (সংশোধন) বিলের একটি সংশোধিত সংস্করণ। প্রস্তাবিত বিলে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বিদ্যমান ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে জল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি স্থায়ী আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রয়েছে।

মূল্যায়ন:

আন্তঃরাজ্য নদী জলবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি একক, স্থায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠনের কেন্দ্রের প্রস্তাব বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে সুগম করার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ হতে পারে। তবে শুধুমাত্র একটি স্থায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠনই সামগ্রিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন বিভিন্ন ধরনের আইনি, প্রশাসনিক, সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম হবে না। একটি স্থায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত আরো একটি একক সংস্থা গঠন করা, যা নদীর জলের তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ হতে পারে। সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে শক্তিশালী করার জন্য, জাতীয় বিষয়গুলির চেয়ে আঞ্চলিক বিষয়গুলিকে শ্রেষ্ঠ করে তোলার সংকীর্ণ মানসিকতাকে অনুমোদন দেওয়া উচিত নয়। তাই সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের সমাধান করতে হবে এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এড়িয়ে চলতে হবে। সমবায়মূলক পদ্ধতির সাথে একটি শক্তিশালী এবং স্বচ্ছ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখন সময়ের দাবি।

তথ্যসূত্র:

1. Das, A. (2024). An Analysis of Inter State Water Disputes in India. International Journal of Creative Research Thoughts, 12(2), 661-672.

2. Dombrowsky, I. (2007). Conflict, Cooperation and Institutions in International Water Management. Edward Elgar Publishing.
3. Javali, S.S. (2015). Water Disputes Over Inter-State Rivers: The Indian Experience. Christ University Law Journal, 4(2), 159-195. https://doi.org/10.12728/culj. 7.10
4. Khan, B. (2001). A Spatio-Temporal Analysis of the Inter-State River Water Disputes in India: A Review. Indian Journal of Public Administration, 47(2), 197–207. https://doi.org/10.1177/0019556120010205
5. Khullar, D.R. (1999). India: A Comprehensive Geography (2nd ed.). Kalyani Publishers. 463-481.
6. Pandey, A., & Subedi, S.P. (2020). Changing notions of sovereignty and governance of water in India: an analysis of the Inter-state Water Disputes Tribunal. The Journal of Water Law, 26 (4), 167-181. https://eprints.whiterose.ac.uk/161868/
7. Ramana, M.V.V. (1992). Inter-State River Water Disputes in India. Orient Longman.
8. Rao, K.L. (1975). India's Water Wealth. Orient Longman
9. Salman, M.A. (2002). Inter-states water disputes in India: an analysis of the settlement process. Water Policy, 4(3), 223-237. https://doi.org/10.1016/S1366-7017(02)00030-2
10. Shah, R.B. (2007). Inter-state River Water Disputes: A Historical Review. International Journal of Water Resources Development, 10(2), 175-179. https://doi.org/10.1080/07900629408722621
11. Singh, J. (2003). India- A Comprehensive & Systematic Geography (2nd ed.). Gyanodaya Prakashan.
12. Singh, R.L. (Ed.). (1971). India: A Regional Geography. National Geographical Society of India.
13. Subramanian, A., Brown, B., & Wolf, A.T. (2014). Understanding and overcoming risks to cooperation along transboundary rivers. Water Policy, 16 (2014), 824-843.
14. Tiwari, R.C. (2003). Geography of India (6th Ed.). Prayag Pustak Bhawan. 108-110.
15. Government of India, Ministry of Jal Shakti. (2025). JAL CHARCHA. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. https://www.jalshakti-dowr.gov.in/
16. International and interstate water disputes in India. Retrieved March 18, 2025, from http://ccnet.vidyasagar.ac.in:8450/pluginfile.php/1375/mod_resource/content/1/IV_SEM_International%20and%20Interstate%20water%20conflicts.pdf
17. Inter-State Water Disputes in India: Challenges, Causes, and Solutions. Retrieved February 10, 2025, from https://theiashub.com/free-resources/indian-polity-and-constitution/inter-state-water-disputes
18. Water Disputes between States in Federal India. Retrieved March 25, 2025, from https://www.drishtiias.com/mains/model-essays/water-disputes-between-states-in-federal-india